মানকলি

সাদিয়া খান সুবাসিনী

তাম্রলিপি

মানকলি
সাদিয়া খান সুবাসিনী

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : ৭১৮

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ
ফারিহা তাবাসসুম

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
একতা প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ২৮০.০০

Mankoli
By : Sadia Khan Subasini
First Published : February 2023 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 280.00 $8

ISBN : 978-984-97497-7-6

উৎসর্গ

আমার একটা বোন আছে। সম্পর্কে আমরা কাজিন সিস্টার হলেও অধিকাংশ সময় আমরা ক্রাইম পার্টনার। এবারের উৎসর্গটা তাকে করলাম।

'আশা, এটা তোর জন্য।'

ভূমিকা

নিয়মের উর্ধে যেতে পারলেই নিয়ম ভাঙা যায়। এই গল্পে পূবালী দেখা আপনারা সমাজে খুব কম পাবেন কিন্তু কাবেরী রয়েছে আমার আপনার মাঝে। এক সময়ের সম্পর্কের অস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হয় না। অন্তত এই সমাজে কখনোই হয় না। যদি কারোর জীবনের সাথে মিলে যায় তবে একান্তই দুঃখিত এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

“মুক্তোর ঋতু এসেছে প্রিয়তম
ছন্নছাড়া তোমার উষ্ণতায়
ভালোবাসা কি এতোই ঠুনকো
অবলীলায় হারিয়ে যায়?”

---সুবাসিনী

গ্রীষ্মের তাপদাহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে শহর। রাস্তার ধুলো কণা উড়ছে বাতাসে। আজ আকাশে মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছিলো সকাল থেকেই। দুপুর হতেই শুরু হলো বৃষ্টি সাথে বজ্রপাত। ঝুপ করে নেমে আসা অন্ধকার এবং বজ্রপাত দেখে মনে হচ্ছে প্রকৃতিরও মন খারাপ হয়। অভিমানের পাল্লাটা বাড়তে বাড়তে অসহনীয় হয়ে এলেই বুঝি এভাবে কাঁদতে থাকে আকাশ। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে এক সপ্তদশী মেয়ে বললো,

'বড়ো ভাবির সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে দুটো কারণে। প্রথমত মায়ের অভিযোগ, বড়ো ভাবি মায়ের খেয়াল রাখে না আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে বড়ো ভাবির মায়ের বিয়ে। আমার কী মনে হয় জানো? বড়ো ভাবির মায়ের বিয়েটাই ভাবির সংসার ভাঙার জন্য যথেষ্ট কারণ। প্রথম যেদিন মা জানতে পারলো ভাবির মায়ের বিয়ের কথা চলছে সেদিন মা বেশ কড়া ভাষায় বলে দিয়েছিল ভাবিকে। এই বয়সে তার মা যেন বিয়ের কথা চিন্তাও না করে। ছেলে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে, দুদিন পর ছোটো মেয়ের বিয়ে। এই মুহূর্তে সে জীবনের অন্তিম পর্বে রয়েছে। এখন বিয়ে করলে লোকে কী বলবে? ভালো কথাতেও যখন ভাবির বাড়ির লোক মায়ের কথার পাত্তা দিলো না সেই মুহূর্তে মা নেমে এলো নিম্ন স্তরের ভাষায়। সেসব ভাষা শুনে ভাবি কেবল আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদে। একটা সময় এর সাথে যোগ হলো মায়ের মানসিক অত্যাচার। ভাইয়াও ইদানীং তার সাথে তেমন কথা বলে না। একবার ভেবে দেখছ যদি ভাবি এসব সহ্য না করতে পেরে মরে যায়? কী হবে তখন তার ছোটো ছোটো তিনটা সন্তানের? তার নিজের বোন মায়ের বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে অন্য দিকে আমাদের পরিবার রাজি নয়। কেউ কি জানতে চেয়েছে ভাবি কী চাইছে? না তুমি আর না আমি। আমরা কেবল একজন সাধারণ গৃহিণীর

ওপর নিজেদের মতামত চাপিয়ে দিচ্ছি। স্বল্প শিক্ষিতা ভাবিটা তাই মেনে নিয়ে গুমরে গুমরে দিন পার করছে।'

ভাইয়ের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললো চৈতী শাহামাত। ওড়না আঙুলে প্যাঁচিয়ে পুনরায় খুলছিল সে। ছোটো ভাইকে দেখে প্রচণ্ড ভয় পায় মেয়েটা তবুও বড়ো ভাবির জন্য তার বেশি মায়া হয়। এই যে ভাবি এত মন খারাপের মাঝেও তার চুলে তেল দিয়ে দেয়, আদর করে ভাত বেড়ে দেয় এসবের জন্যও তো তাকে ভালোবাসা যায়।

'এখানে এসে বোস, তোর না পায়ে লেগেছে? এখানে আয়।'

ছোটো ভাইয়ের ডাকে তার বিছানায় গিয়ে বসে চৈতী। আজ চার বছর পর দেশে ফিরেছে রাদ। বাইরের দেশেই সেটেল্ড হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে ভাইয়া কেমন বদলে গেছে। খুব প্রয়োজন না হলে কারোর সাথে কথা বলে না। হয়তো বাবার মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দোষী মনে করে। আর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই মা তাকে এই মুহূর্তে আসতে বলেছে। মায়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়। খবরটা শোনার পর ভাইয়াও দেরি করেনি। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে বড়ো ভাবির সাথে কুশলাদি বিনিময় অবধি করার সুযোগ দেয়নি তাদের মা। দুই ছেলেকে নিয়ে সেই যে বসেছিলেন, কথার ঝুড়ি যেন ফুরোচ্ছে না। সেখানে অধিকাংশ কথাই ছিল বড়ো ভাবির জন্য তার হাত কেটেছে। ভাবি তার খেয়াল রাখে না, নিজের হাতে কাজ করতে হয়। ডায়াবেটিস আছে তার, ঠিক সময় মতো খাবারটাও ভাবি দেয় না। এই বউ বাড়িতে থাকলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। যদি মাকে বাঁচাতে চায় তবে যেন বড়ো ভাবিকে তার বাবার বাড়ি দিয়ে আসে। দুই ছেলে মায়ের সেই কথাতেই রাজি হয়েছে। হয়তো আগামীকাল ভাবিকে তার বাবার বাড়িতে রেখে আসবে। চৈতী চায় না তার বড়ো ভাবি এই বাড়ি থেকে চলে যাক। বড়ো ভাইয়াকে বলে লাভ নেই তাই সে ছুটে এসেছে ছোটো ভাই রাদের কাছে। ভাইয়েরা বাইরে থেকে যতটাই কঠোর হোক না কেন তাদের কাছে ছোটো বোনেরা থাকে রাজকন্যা। সেই রাজকন্যার পা দুটো খাটের ওপর তুলে দিতে দিতে রাদ জিজ্ঞেস করে,

'কী হয়েছে? পুরোটা বল।'

পায়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে চৈতী। সে জানে তার ভাই এখন পা মালিশ করে দিবে। নিজের কথা গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় নেয় সে। মুহূর্তের ভগ্নাংশে বলতে থাকে,

'আম্মার হাতের কাটা দেখলে বুঝতে পারবে সেটা গ্লাস থেকে কাটার দাগ না ভাই। খুব সূক্ষ্ম হাতে আম্মা ব্লেড দিয়ে হাতটা কেটেছে। যাতে ভাবির ওপর দোষ চাপানো যায়। আম্মার যেহেতু ডায়াবেটিস আছে তাই আম্মার হাতের ক্ষত সারতে সময় লাগবে। এটাই বিয়ে আটকানোর শেষ সুযোগ ছিল মায়ের কাছে।'

'ভাবির মায়ের বিয়েটাও কী এই মুহূর্তে খুব প্রয়োজন ছিল?'

'পূবালী আপুর সম্পর্কে তো তুই জানো। আপু সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্টির বিয়ে দিবে। আজ থেকে আরও পনেরো বছর আগে আংকেল মারা গেছেন। এই মুহূর্তে সবাই যার যার সংসারে ব্যস্ত হলে আন্টির কী হবে? সে একা কীভাবে থাকবে, এসব চিন্তা করেই আপু আন্টির বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।'

পূবালীর নাম শুনে রাদ থমকালো। মানস পটে ভেসে উঠলো যুবতী এক রূপবতী জেদি মেয়ের ছবি। ভেতরে ভেতরে একটা সূক্ষ্ম ব্যথা অনুভব হচ্ছে তার। দুদিন আগে সে জানতে পেরেছে পূবালী বিয়ে করতে চলেছে। ছেলে বেশ ভালো। উচ্চ বংশ, স্মার্ট তা ছাড়া পূবালী যেমন চায় ঠিক তেমন। পূবালী জীবনের বাকিটা পথ চলতে কারোর ওপর নির্ভরশীল নয় একজন সঙ্গী চায়। মুক্তমনা স্বভাবের মেয়ের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে মনে মনে বেশ পুলকিত হলো রাদ। সে জানে একবার যেহেতু মেয়েটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে পিছু হটবে না।

ভাইকে চুপ থাকতে দেখে চৈতী পুনরায় বললো,

'ভাবির কোনো দোষ নেই ভাই। তাকে বের করে দিও না। বড়ো ভাইয়াকে বুঝতে হবে। দোষ মাঝেমধ্যে মায়েরও হতে পারে।

আজ যদি ভাবিকে বের করে দেওয়া হয়, আগামীকালকেই মা বায়না ধরবে বড়ো ছেলের বিয়ের জন্য। আর জানো তো? মা ভক্ত ছেলেরা সবচেয়ে বেশি অন্যায় করে তার সন্তানের মায়ের সাথেই। ভাবিও কারোর মা।'

'ভাবির কয়েক দিনের বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'কীসের বিশ্রাম? আজ যদি ভাবির জায়গায় আমি থাকতাম? মেনে নিতে পারতে তোমরা?'

'আমরা তো আর মাকে বিয়ে দিতে চাইছি না? যেটাই হোক এই সিদ্ধান্ত সমাজে খুব একটা ভালো দেখায় না। বাইরের দেশে এসব কোনো ব্যাপার না। সেখানে লিভ ইনে থাকাটাও স্বাভাবিক কিন্তু এদেশে দুজন

ছেলে বন্ধুর সাথে কথা বললে চরিত্রের দোষ ধরা হয়, সেখানে মেয়ের বিয়ের পর মায়ের বিয়ে মানা যায় না রে।'

চৈতী হতাশ হলো। হতাশা ফুটে উঠেছে তার দুই গভীর চোখে লুকিয়ে থাকা সমুদ্রে। দুই চোখ উপচে পানি পড়তে চাইছিল। নিজের মনকে শান্ত করে সে বেরিয়ে আসার সময় তার ভাইকে বললো,

'কী অদ্ভুত মানবজীবন তাই না? সবাই চায় নারী এক পুরুষেই জীবন পার করুক অথচ স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের সময়কাল ধরে মাত্র তিন দিন। তিন দিনেই পরিপূর্ণ হয় পুরাতন স্ত্রীর জায়গায় নতুন স্ত্রী। নারীদের নিয়ে কেবল পুতুল পুতুল খেলাটাই খেলে গেল সবাই। কেউ তাদের জীবনটাই বুঝলো না।'

কথাটা শেষ করার পূর্বেই চুলে হ্যাঁচকা টান অনুভব করে চৈতী। তার মা বেশ কয়েকটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয় মেয়ের শরীরে। বিলাপের সুরে বলতে থাকে সে কত বড়ো ভুল করেছে পূবালীকে এই বাড়িতে ঢুকতে দিয়ে। ভালো মনে ভেবেছিল অন্যের কাছে প্রাইভেট পড়ার থেকে পূবালীর কাছেই পড়ুক মেয়েটা। অথচ সে কি জানতো পড়ানোর নাম করে এসব বাজে বাজে কথা ঢুকিয়ে দিবে মেয়েটার মস্তিষ্কে?

রাদ দৌড়ে গিয়ে মাকে সামলায় ততক্ষণে বড়ো ভাবি পিউলি চলে এসেছে। কোলের বাচ্চাটাকে সোফায় বসিয়ে ননদকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে। হেঁচকি তুলে কাঁদছে চৈতী। মেয়েকে মেরে অস্থির হয়ে গেছে রাশেদা বেগম। ছোটো ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

'আমি কী পাপ করেছিলাম বাজান? আমার ঘরেই কেন এসব? এই মেয়ের মাথাটা পূবালী নষ্ট কইরা দিছে। আজ আসতে দে ওরে। বড়োটারেসহ বাসা থেকে বের করে দিবো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে কলিংবেলের শব্দটা কানে এলো সবার। ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো পিউলি। নিশ্চয়ই পূবালী এসেছে চৈতীকে পড়াতে। তার বোনটার প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ। আজকে এখানে কোনো রকম অপমান হলে সে মেনে নিবে না। যে মেয়ে নিজের মায়ের সুখের জন্য এত মানুষের কথা শুনতে পারে, নিজের বিয়েটা ঝুঁকিতে ফেলতে পারে সেই মেয়ে অপমান সহ্য করবে না। তর্কে লেগে যাবে। মনে প্রাণে পিউলি চাইলো দরজার ওপাশে পূবালী না হোক।

পূবালী ভেতরে প্রবেশ করতেই রাশেদা বেগম সপাটে থাপ্পড় মেরে দিলেন পূবালীর গালে। আকস্মিকতায় মেয়েটা পড়ে যাচ্ছিলো, তাকে হাত ধরে নিজের দিকে টেনে নিলো রাদ। মায়ের এমন ব্যবহারে দুঃখ পেলেও পূবালীকে এভাবে আঘাত করাটা মেনে নিতে পারলো না। রাদের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কিছুটা বলতে যাবে পূবালী সেই মুহূর্তে তার বোন জামাই রাহাত তাকে বললো,

'আমার মায়ের সাথে তুমি ন্যূনতম বেয়াদবি করলে আমি তোমার বোনকে এই মুহূর্তে মুখে মুখে তিন তালাক দিবো।'

সরু জলের স্রোত নেমে এলো পূবালীর বাম চোখ বেয়ে। এক দিকে নিজের আত্মসম্মান অন্য দিকে বোনের সংসার। রাদের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে মুখোমুখি হলো নিজ বোন জামাই রাহাতের সামনে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো,

'আমার বোনকে ডিভোর্স দেওয়ার কথা কেন উঠছে?'

'তোমার জন্যই উঠছে।'

'আপনাকে ভাই ডেকেছিলাম। বিয়ের পর ভাইয়া ডাকটা আপনার পছন্দ ছিল না। বিয়ের দুদিন পর আমায় বলেছিলেন রাদ ভাই কিংবা চৈতীর মতো আমিও যেন ভাই ডাকি। ভাইয়া ডাক পর লাগে। অথচ আদৌ কি আপনি আমাদের আপন করে নিতে পেরেছিলেন?'

'আমি দায়িত্ব পালন করেছি। কখনো অবহেলা করিনি।'

'ধরে নিন আমিও দায়িত্ব পালন করছি। আর আপু আজ যদি তুই তিন জন সন্তানের মা না হতি এই মুহূর্তে আমি তোকে নিয়ে যেতাম। কিন্তু বাবা ছাড়া বেঁচে থাকাটা কতটা লড়াইয়ের সেটা তুই আর আমি জানি। তবুও বলছি চলে আয় আমার সাথে। কোনো প্রয়োজন নেই এমন সংসারের যেখানে সম্মান পাওয়া যায় না।'

চকিতে আরও একটা চড় মারলেন বাড়ির কর্ত্রী। রাহাত এবার মাকে বেশ জোরে ডাক দিয়ে তার হাত চেপে ধরল। পূবালী এক মুহূর্ত দেরি না করে ভদ্রমহিলার কাটা হাতটা শক্ত করে ধরে বললো,

'মাওইমা, আমি আপনাকে সম্মান করি কিন্তু তাই বলে নিজেকে অসম্মান করি না। আপনার এই বেয়াদবির বদলে আমি যদি আপনার গালে ঠিক একইভাবে দুটো চড় মেরে দেই নিশ্চয়ই ভালো হবে না। তাই না?'

এক মুহূর্তে থামে না মেয়েটা। বেরিয়ে আসে বাসা থেকে। তার পেছন পেছন হাঁটতে থাকে রাদ। সন্ধ্যে হবে বলে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই পূবালী ছাতা নিয়ে বের হয়নি। বরাবর মেয়েটার অভ্যেস ছাতা ভুলে যাওয়া। গেট পার হতেই রাদ তাকে পেছন থেকে ডেকে বললো,

'পূবালী দাঁড়াও। তোমার কিন্তু ঝামেলা মায়ের সাথে হয়েছে আমার সাথে নয়।'

'রক্ত কখনো বেইমানি করে না। আপনিও তার রক্ত।'

'কেন? আমার বাবার কথা বুঝি তোমার মনে নেই?'

'আজ তাওই বেঁচে থাকলে আমার বোনের তালাক শব্দটা শুনতে হতো না।'

'চলো তোমাকে দিয়ে আসছি।'

'প্রয়োজন নেই। আমি যেতে পারবো।'

রাদ স্থির হলো। থেমে গেছে পূবালীর পা দুটোও। কিছুটা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রাদ বললো,

'শুনেছি বিয়ের কনেদের ওপর জিনের বেশ নজর থাকে। তাদের গায়ের হলুদের গন্ধে তারা পিছু নেয়। আফসোস হচ্ছে।'

'কেন? জিন না হয়ে জন্মানোর জন্য? তা ছাড়া আমি এখনো বিয়ের কনে নই। হলুদ হয়নি আমার।'

'আর মাত্র কয়েক দিন বেয়াইন সাহেবা। এরপর তো পরের বাড়ির বউ হয়ে যাবেন। তখন কি মনে পড়বে আপনার এই আলাভোলা বেয়াইয়ের কথা? যাকে আপনি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে পুকুরের পানিতে ডুব খাইয়েছিলেন?'

ধীরে ধীরে বৃষ্টির ফোঁটা যেন বড়ো হচ্ছে। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে এবার ছাতা বের করলো পূবালী। এখন আর ছাতা আনতে ভুলে না সে। অন্তত তার প্রিয় মানুষটা ভুলতে দেয় না তাকে। ছাতা ফুটিয়ে রাস্তায় নেমে যাওয়ার সময় পূবালী বললো,

'অতীত যেমনি হোক না কেন, অতীত সবসময় অতীত থাকে। আমরা বাঁচি ভবিষ্যতের আশায় অথচ বর্তমানটা কতই সুন্দর।'

বাড়িতে প্রবেশ করতেই পূবালী মুখোমুখি হলো মায়ের। তিন কামরার ফ্ল্যাট তাদের। সহায় সম্বল বলতে এই ফ্ল্যাটটা আর বাড়িতে কিছু চাষের